যশখ্যাতির প্রত্যাশা করার কুফল

(20-November-2025)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

যশখ্যাতির প্রত্যাশা করার কুফল

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত..... 4
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 5
কোথায় সেই নেককার ব্যক্তি?..... 5
এভাবে ফিকরে মদীনা করুন..... 7
‘যশখ্যাতির প্রত্যাশা করা’র সংজ্ঞা..... 8
মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট..... 12
যশখ্যাতি প্রত্যাশা করার হুকুম..... 13
প্রত্যেক নেক বান্দাকে সম্মান করুন..... 14
অদ্ভুতভাবে নফসকে আঁকড়ে ধরা..... 15
যশখ্যাতির প্রত্যাশা করার স্বাদ ইবাদতের কষ্টকে সহজ করে দেয়.... 16
যশখ্যাতির বাসনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল..... 17
বিনয়ের অনন্য ঘটনা..... 20
সায়্যিদুনা দাঊদ তাঈ এর মহত্ব..... 21
পদ পাওয়াতে বিস্ময়..... 22
১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: সাপ্তাহিক ইজতিমা..... 24
কবর ও দাফনের মাদানী ফুল..... 25
ঘোষণা..... 26
দা’ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া..... 27
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ..... 27
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা..... 27

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা 28
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব 28
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ 28
(৬) দরূদে শাফায়াত 29
(১) এক হাজার দিনের নেকী 29
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো 29
কবর ও দাফনের অবশিষ্ট মাদানী ফুল 30
ইবাদতের সৌন্দর্যের দোয়া! 31
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 32
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 33
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 35
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 35
মাসিক ৪টি নেক আমল 36
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 36
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 36

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ شَفَاعَةً لَهُ عِنْدِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ যে আমার প্রতি জুমার

দিন দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করবো। **(জামউল জাওয়ামেয়ে লিস সুয়ুতী, ৭/১৯৯, হাদিস-২২৩৫২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কোথায় সেই নেককার ব্যক্তি?

হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাকের এক ওলী নির্জনে গিয়ে বসবাস শুরু করে দিয়েছিলেন, লোকেরা তাঁর সাথে দেখা-সাক্ষাতের জন্য যেতো, তখন তিনি তাদেরকে ওয়াজ ও নসিহত করতেন, যখন এই মাহফিল থেকে লোকেরা ফিরে আসতো তখন ইলম ও আমলের ভাণ্ডার নিয়ে আসতো, একবার লোকেরা তাঁর মাহফিলে জড়ো

ছিলো, তিনি বললেন: হে লোকেরা! আমি আমার ঘর, পরিবার-পরিজনকে এজন্যই ত্যাগ করে দিয়েছি যে, সেখানে অবস্থান করে যেন গুনাহে লিপ্ত হয়ে না যাই, কিন্তু আমার ভয় হয় যে, না আমি এমন কোন বিপদে লিপ্ত হয়ে পড়ি, যা এই বিপদ থেকেও মন্দ, যেই বিপদে ধনী ও সম্পদশালীদের লিপ্ত হতে হয়, এমন যেন না হয় যে, আমাদের মধ্য কেউ এই বিষয়টি যেন পছন্দ না করে যে, আমার দ্বীনদারীর কারণে লোকেরা আমার চাহিদা পূরণ করুক এবং আমি যখন কোন কিছু কিনবো তখনও লোকেরা আমার দ্বীনদারীর কারণে ছাড় প্রদান করুক, আমি যখন মানুষের সাথে সাক্ষাত করবো, তখন আমাকে সম্মান করুক, লোকেরা আমাকে আদব করুক।

হে লোকেরা! এ সবকিছু খুবই ধ্বংসাত্মক, সুতরাং সর্বদা এগুলো থেকে বেঁচে থাকবে। আল্লাহ পাকের এই ওলীর এসব নসিহতপূর্ণ বাণী মানুষের মাঝে ছড়িয়ে গেলো এমনকি তদানীন্তন বাদশার কানেও এই নসিহতপূর্ণ বাণী পৌঁছে গেলো, বাদশাহ সেই ওলীর দরবারে সালাম আরয করার জন্য উপস্থিত হলো, যখন সেখানে পৌঁছলো তখন লোকেরা বললো: হে নেককার ব্যক্তি! দেখুন বাদশাহ আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন। তিনি বললেন: বাদশাহ কেন আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়? লোকেরা আরয করলো: তিনি আপনার নসিহতপূর্ণ বাণী শুনতে এসেছেন, সেই নেককার ব্যক্তিটি একথা শুনে বললেন: খাওয়ার কিছু আছে কি? একজন বললো: জী হ্যাঁ! আমার নিকট কিছু খেজুর আছে, আপনি তা দিয়ে (ইফতারের সময়) রোযার ইফতার করে নিবেন। এই বলে লোকটি খেজুরগুলো তাকে দিয়ে দিলেন। তিনি সাথেসাথেই খেজুরগুলো খেতে শুরু করলেন, অথচ তিনি সারা বছরই রোযা রাখতেন, যখন বাদশাহ এই অবস্থা দেখলো তখন আশ্চর্য হয়ে লোকজনের নিকট জিজ্ঞাসা করলো:

সেই নেককার লোকটি কোথায়, যার জন্য আমি এখানে এসেছি, ইনিই কি সেই ব্যক্তি? লোকেরা বললো: জী হ্যাঁ! ইনিই সেই নেককার ব্যক্তি, যাঁর নসিহতপূর্ণ কথাগুলো খুবই প্রসিদ্ধ। একথা শুনে বাদশাহ বললো: আমি তো তাঁর মাঝে ভাল কিছুই দেখছিনা, এই বলে বাদশাহ সেখান থেকে চলে গেলো।

যখন বাদশাহ চলে গেলো তখন সেই নেককার ব্যক্তিটি বললেন: সেই পাক পরওয়ারদিগারের কৃতজ্ঞতা! যিনি আমার নিকট হতে বাদশাহকে সরিয়ে দিয়েছেন, ভালই হয়েছে যে, বাদশাহ আমার প্রতি প্রভাবিত হননি বরং তিনি গালমন্দ করেছেন। (অর্থাৎ আমি এভাবে প্রশংসা পাওয়ার লোভ আর রিয়া থেকে রক্ষা পেয়েছি)। **(উয়ুনুল হিকায়াত, ১/৩৫২)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن মানুষের মাঝে নিজের স্থান ও মর্যাদা বানানো এবং বাদশাহের নিকট সম্মান ও প্রসিদ্ধি পাওয়াকে কিরূপ অপছন্দ করতেন? এই পবিত্র বুযুর্গগণ দুনিয়ায় পাওয়া সম্মান, প্রসিদ্ধি এবং নশ্বর পৃথিবীর ঝলমলে আলো থেকে দূরে সরে গিয়ে একাকিত্ব অবলম্বন করতেন। কিন্তু অপরদিকে আমরা, প্রতিটি ব্যাপারে নিজের সম্মান ও প্রসিদ্ধি এবং নিজের বাহবা সাধারণ মানুষের থেকে তো চাই, পাশাপাশি মনের এই আকাঙ্ক্ষাও থাকে যে, যদি ধনী ও পদস্থ ব্যক্তিদের মাঝেও প্রসিদ্ধি লাভ হয়ে যায় তবে প্রশংসা ও প্রসিদ্ধির পাশাপাশি অসংখ্য উপহারও অর্জিত হয়ে যাবে!

এভাবে ফিকরে মদীনা করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি এরূপ আকাঙ্ক্ষা অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে চেষ্টা করে এভাবে চিন্তা ভাবনা করুন যে, মানুষের আমার

প্রশংসায় কয়েক বাক্য বলে দেয়া বা আমাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখা কিংবা প্রসিদ্ধি লাভ হওয়া নফসের জন্য নিঃসন্দেহে স্বাদ লাভের উপায় কিন্তু মানুষের পক্ষ থেকে করা প্রশংসা আমাকে হাশরের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে সফলতা দিতে পারে না, কেননা এই প্রশংসাকারী লোকেরা তো স্বয়ং ক্রোধের ভয়ে কম্পমান থাকবে। **(নেকীর দাওয়াত, ১ম অংশ, ৮৭ পৃষ্ঠা)** এরূপ ভাল চিন্তা সৃষ্টি করাতে اِنْ شَآءَ الله আমাদের মাঝে যশখ্যাতির যে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, তা দূর হয়ে যাবে।

‘যশখ্যাতির প্রত্যাশা করা’র সংজ্ঞা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: ‘যশখ্যাতির প্রত্যাশা করা’র সংজ্ঞা (Defination) হলো: “প্রসিদ্ধি ও সম্মানের আকাঙ্ক্ষা করা।” **(নেকীর দাওয়াত, ১ম অংশ, ৭৩ পৃষ্ঠা)**

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যশখ্যাতির প্রত্যাশা করার কুফল উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: “প্রসিদ্ধির উদ্দেশ্য হলো মানুষের মনে স্থান করে নেয়া আর এই আকাঙ্ক্ষা সকল ফিতনার মূল।” **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৩৪)** অতএব আমাদের উচিত যে, “যশখ্যাতির প্রত্যাশা করা” অর্থাৎ প্রসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষার উপর প্রভাব লাভ করার জন্য কুরআনে পাক ও হাদিসে মুবারাকায় বর্ণিত এই ক্ষতির প্রতি চিন্তা ভাবনা করা, অতএব

২০ পারা সূরা কিসাসের ৮৩ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا **কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** এটা আখিরাতের

لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ؕ

আবাস, আমি তাদেরই জন্য নির্ধারিত করি, যারা ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার চায়না এবং না অশান্তি।

এই আয়াতে মুবারাকায় প্রসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা এবং ফাসাদের আকাঙ্ক্ষাকে উল্লেখ করে এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, আখিরাত এরই জন্য, যারা এই দু'টি আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হবে।

পারা ১২ সূরা হুদের ১৫, ১৬নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ﴿۱۵﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۶﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও সাজ-সজ্জা কামনা করে, আমি তাতে তাদের কৃততর্মের ফলাফল দিয়ে দিবো এবং এর মধ্যে কম দেয়া হবে না। এরা হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের জন্য পরলোকে কিছুই নেই, কিন্তু আগুনই এবং নিস্ফল হয়েছে যা কিছু ওখানে করতো এবং বিলীন হয়েছে যা তাদের কৃতকর্ম ছিলো।

এই আয়াতও সাধারণত 'যশখ্যাতির প্রত্যাশা করা'র অন্তর্ভুক্ত । যশখ্যাতির প্রত্যাশা করা দুনিয়াবী জীবনের স্বাদ ও সাজসজ্জার মধ্যে একটি অনেক বড় স্বাদ ও সৌন্দর্য। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড)**

অপর এক স্থানে ইরশাদ হচ্ছে:

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যে আখিরাতের ফসল চায়, আমি তার জন্য তার ফসল বৃদ্ধি করে দিই, আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা

حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿۲۰﴾

(পারা ২৫, সূরা শূরা, আয়াত ২০)

করে আমি তাকে তা থেকে কিছু প্রদান করবো এবং আখিরাতে তার কোন অংশ নেই।

তাফসীরে নুরুল ইরফান থেকে এই আয়াতে মুবারাকার ভিন্ন ভিন্ন অংশের তাফসীর দেখুন: (যে আখিরাতের ফসল চায়) অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি চাইবে, রিয়া বা লোক দেখানোর জন্য কাজ করবে না। (আমি তার জন্য তার ফসল বৃদ্ধি করে দিই) অর্থাৎ তাকে বেশি পরিমাণে নেক কাজ করার শক্তি-সামর্থ্য দেবো, সৎ কার্যাদি সম্পাদন করা সহজ করে দেবো, সৎ কার্যাদির সাওয়াব বিনা হিসেবে দান করবো। যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে অর্থাৎ নিছক দুনিয়া উপার্জনের জন্য কাজ করবে, মান-সম্মান লাভের জন্য আলেম হাজী হবে আর গণীমত লাভের জন্য গাজি হবে, আখিরাতে তার কোন অংশ নেই কেননা সে আখিরাতের জন্য কোন কাজই করেনি। বোঝা গেলো যে, 'রিয়াকার' সাওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকে, কিন্তু শরীয়তের বিধানানুযায়ী তার কর্ম সঠিক। রিয়া সহকারে নামায সম্পন্ন করলেও ফরয সম্পাদন হয়ে যাবে, কিন্তু সাওয়াব পাবে না, এই কারণে "فِي الْاٰخِرَةِ" (অর্থাৎ আখিরাতে তার কোন অংশ নেই) এর শর্তারোপ করা হয়েছে।

(নুরুল ইরফান, ১৩০০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ যে, লোক দেখানো, নিজের বাহবা করানো এবং সমাজে সম্মান পাওয়ার জন্য নেক আমল করা থেকে বিরত থাকা এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে আর নিজের আখিরাত উত্তম বানানোর জন্য নেকী করা।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এমন কোন শক্ত শিলা খন্ডে কোন আমল করে, যার না তো কোন দরজা আছে আর না কোন জানালা, তবুও তার আমল প্রকাশ হয়ে যাবে এবং যা হওয়ার তাই হবে। **(মুসনাদে আহমদ, ৪/৫৭, হাদিস-১১২৩০)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসে পাকের আলোকে লিখেন: এই মহান বাণীর উদ্দেশ্য হলো যে, তোমরা রিয়া করে সাওয়াব কেন নষ্ট করো! তোমরা একনিষ্ঠভাবে নেকী করো, গোপনে ইবাদত করো। আল্লাহ পাক তোমাদের নেকীর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষদের জানিয়ে দিবেন, মানুষের অন্তর তোমাদের নেককার ভাবতে থাকবে। এটা পরীক্ষিত, অনেকে গোপনে তাহাজ্জুদ পড়ে থাকে, লোকেরা অযথাই তাকে তাহাজ্জুদ গুজার বলতে থাকে। তাহাজ্জুদ নয় বরং সকল নেকীর নূর চেহারা দ্বারা প্রকাশ পেয়ে যায়, যা দিনরাত দেখা যাচ্ছে, লোকেরা হুযুর গাউসে পাক (এবং) খাজা আজমিরী (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا) কে ওলী বলে থাকে, কেননা আল্লাহ পাক বলাচ্ছেন। এটাই হলো এই মহান বাণীর মর্ম। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৭/১৪৫)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় আল্লাহ পাকের নেককার বান্দারা একনিষ্ঠভাবে তাঁর সন্তুষ্টি ও খুশি অর্জনের জন্য আমল করে থাকে, তাইতো আল্লাহ পাক মানুষের অন্তরে তাদের আদব ও সম্মান সৃষ্টি করে দেন এবং এভাবেই সমগ্র জগতে তাদের তাকওয়া ও পরহেযগারীতার চর্চা হয়ে যায়। আর আমাদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত যে, একে তো আমরা নেকী করিওনা এবং যদি কখনো কোন নেকী করে ফেলি তবে নিজের বাহবা করানোর জন্য মানুষের নিকট প্রকাশ করাতে দেরী করিনা। যশখ্যাতির

বাসনার এই বাতেনী মারাত্মক রোগ থেকে বাঁচার জন্য প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কয়েকটি বাণী শুনি এবং সম্মান ও প্রসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষাকে অন্তরে কখনোই স্থান দিবেন না।

(১) আল্লাহ পাকের আনুগত্যকে বান্দার পক্ষ থেকে করা প্রশংসার ভালবাসার সাথে মিলানো থেকে বাঁচতে থাকো, যেন তোমাদের আমল নষ্ট হয়ে না যায়। **(ফেরদাউসুল আখবার লিদ দায়লামী, ১/২২৩, হাদীস ১৫৬৭)**

(২) সম্পদ এবং মর্যাদার ভালবাসা মুমিনের অন্তরে মুনাফেকিকে এমনভাবে বৃদ্ধি করে, যেমন পানি সবুজ উদ্ভিদ উদগত।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৩৪২,২৮৬)

(৩) দু'টি ক্ষুধার্ত নকড়ে ছাগলের পালে ততটা ধ্বংস করে না যতটা ধ্বংস যশখ্যাতির ভালবাসা (অর্থাৎ ধন সম্পদ ও সম্মান ও প্রসিদ্ধির ভালবাসা) মুসলমানের দ্বীনে করে থাকে। **(তিরমিযী, ৪/১৬৬, হাদীস ২৩৮৩)**

(৪) নিজের প্রশংসা পছন্দ করা মানুষকে অন্ধ বধির বানিয়ে দেয়।

(ফেরদাউসুল আখবার লিদ দায়লামি, ১/৩৪৭, হাদিস- ২৫৪৮)

মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট

হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কোন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, মানুষ তার দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে তার দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে (অর্থাৎ তার প্রশংসা করে) তবে যাকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখেন। **(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৫/৩৬৬, হাদীস ৬৯৭)**

যশখ্যাতি প্রত্যাশা করার হুকুম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, যশখ্যাতি প্রত্যাশা করা (মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি ও নাম চাওয়া) একটি খুবই নিন্দনীয় কাজ, আর অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ নিজেকে মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত না করানো প্রশংসাযোগ্য। অতএব প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যে, যদি সে তোমার নিকট এক দীনার চায় তবে তুমি তাকে দিবে না, যদি এক দিরহামও চায় তবে তুমি নিষেধ করে দিবে আর যদি এক পয়সা চায় তবুও তুমি অস্বীকার করবে, অথচ যদি সে আল্লাহ পাকের নিকট জান্নাত চায় তবে তিনি অবশ্যই তাকে প্রদান করবেন এবং যদি দুনিয়া প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়া শুধু এই কারণেই দিবে যে, দুনিয়া তার নিকট নিকৃষ্ট, অসংখ্য ফাটা পুরোনো পোশাকের লোক এমন যে, যদি সে কোন বিষয়ে আল্লাহ পাকের শপথ করে নেয় তবে আল্লাহ পাক তাকে অবশ্যই পূরণ করে দিবেন। **(আল মু'জামুল আওসাত, ৫/৩৪৪, হাদীস ৭৫৪৮)**

অপর এক হাদিসে পাকে এসেছে: জান্নাতবাসীরা ধুলামলিন চেহারা, উস্কোখুস্কো চুল ওয়ালা এবং ফাটা পুরোনো কাপড় ওয়ালা হয়ে থাকে, যাদেরকে কোন তোয়াক্কা করা হয়না। এরাই হলো ঐ লোক, যদি বাদশাহের নিকট যেতে চায় তবে তারা অনুমতি পায়না, মহিলাদেরকে বিবাহের বার্তা দিলে তবে অস্বীকার করে দেয়া হয়, যখন কথা বলে তখন তাদের কথা শোনা হয়না, তাদের প্রয়োজনীয়তা তাদের অন্তরে হালচাল পাকিয়ে দেয়, তারা এমন জান্নাতী যে, কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে একজনের নূরও যদি সমস্ত মানুষের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয় তবে সকলের পূরণ হয়ে যাবে। **(শুয়াবুল ঈমান, ৭/৩৩২, হাদীস ১০৪৮৬)**

প্রত্যেক নেক বান্দাকে সম্মান করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল, আল্লাহর দরবারে মকবুল হওয়ার জন্য প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করার প্রয়োজন নেই বরং মুখলিস বা নিষ্ঠাবান বান্দাই আল্লাহর দরবারে অধিক মকবুল বা গ্রহণযোগ্য। যদিও দুনিয়াতে কেউ তাদেরকে কাছে বসতে দেয় না। নিখোঁজ হলে কেউ তাদের খবর নেওয়ার থাকে না। মৃত্যুবরণ করলে তাঁদের জন্য কান্না করার মত কেউ থাকে না। যখন কোন মাহফিলে তাশরীফ নিয়ে আসে, তখন তাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করার কেউ থাকে না। যা হোক, আমাদেরকে শরীয়াতের অনুসারী প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। যদি তাদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নাও হয়, তাহলে অন্ততপক্ষে তাঁদের প্রতি বেয়াদবি প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা অনেকে অপ্রকাশ্যে আল্লাহর ওলী হয়ে থাকেন, কিন্তু আমরা চিনতে পারিনা। তাই অজান্তে তাঁদের শানে কোনরূপ বেয়াদবী (মানুষদেরকে) ধ্বংসের অতল গহব্বরে নিক্ষেপ করবে। **(জান্নাতী মহল ক্রয়)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের নেক বান্দারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নেকী করা এবং অপ্রসিদ্ধির জীবন অতিবাহিত করাতেই নিরাপদ মনে করে থাকেন। মনে রাখবেন! যদি কোন ব্যক্তি সম্মান ও প্রসিদ্ধি লাভ এবং মানুষের মাঝে নিজের বাহবা করানোর জন্য নেক আমল করে, তবে শয়তান তাকে কখনোই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনা এবং সে বিনা অলসতা ও বিনা লজ্জায় নেকী করে নেয় কিন্তু এরূপ আমলের কী লাভ যা রিয়াকারীতে পর্যবসিত হয়ে যায়।

আফসোস আজকাল নতুন নতুন পদ্ধতিতে যশখ্যাতি প্রত্যাশা করার পিপাসা নিবারণ করা হচ্ছে, এর মধ্যে একটি পদ্ধতি হলো স্যোশাল মিডিয়ায় নিজের নেকী প্রকাশ করা। যখনই কোন নেকী করা হচ্ছে, ছবি তুলে স্যোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এটা কি হচ্ছে? মনে রাখবেন! স্যোশাল মিডিয়ায় নেকীর চর্চা করাতে প্রথমে একশত একবার ভেবে নিন যে, এই কাজ কেন করছেন? যদি মানসিকতা এক ভাগও আত্মতৃপ্তি এবং অপরের নিকট প্রকাশের দিকে যায় তবে আল্লাহর ওয়াস্তে এই কাজ থেকে বিরত থাকুন এবং যদি এরূপ খেয়াল নাও আসে তবুও বিনা কারণে স্যোশাল মিডিয়ায় নেকী প্রকাশ করা ঠিক নয়। বুযুর্গানে দ্বীনরা যশখ্যাতি প্রত্যাশার করার প্রতি কিরূপ সতর্ক ছিলেন এবং নিজের আমলের পর্যবেক্ষেণ কিভবে করতেন। আসুন! শুনি:

অদ্ভুতভাবে নফসকে আঁকড়ে ধরা

হযরত আবু মুহাম্মদ মারতায়িশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “আমি অনেক হজ্জ করেছি এবং এর মধ্যে অধিকাংশ হজ্জ কোন প্রকার পাথেয় ছাড়াই করেছি। অতঃপর আমার নিকট প্রকাশ হলো যে, এসবই তো আমার নফসের ধোকা ছিলো, কেননা একবার আমার মা আমাকে পানির কলসি ভরে আনার আদেশ দিলো তখন আমার উপর তার আদেশ বোঝা মনে হলো, অতএব আমি বুঝে গেলাম যে, হজ্জের সফরে আমার নফস আমার আনুগত্য শুধু নিজের পরিতোষের জন্য করেছে এবং আমাকে প্রতারণার মধ্যে রেখেছে, কেননা যদি আমার নফস ফানা হয়ে যেতো তবে আজ একটি শরয়ী হক পূরণ করা (অর্থাৎ মায়ের আনুগত্য করা) তার (অর্থাৎ নফসের) এত কষ্ট কেন অনুভুত হলো!” **(আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ১৩৫ পৃষ্ঠা)**

যশখ্যাতির প্রত্যাশা করার স্বাদ ইবাদতের কষ্টকে সহজ করে দেয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কিরূপ সুন্দর মনোভাব পোষণ করতেন এবং কিরূপ বিনম্র হতেন। অনেকের তো অভ্যাসই এমন যে, তারা সাধারণ মানুষের সাথে তো নত হয়ে সাক্ষাত করে এবং তাদের জন্য শিশু হয়ে যায় কিন্তু পিতামাতা, ভাইবোন এবং সন্তানদের সাথে তার আচরণ খুবই খারাপ আর অনেক সময় অনেক কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। কেন? এই কারণেই যে, জনসাধারণের মাঝে উত্তম চরিত্র প্রদর্শন সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্যতার কারণ হয়ে থাকে আর ঘরে সদাচরণ করাতে সম্মান ও প্রসিদ্ধি পাওয়ার তেমন কোন আশা নেই! তাই তারা জনগণের নিকট প্রিয় হয়ে থাকতে চায়! অনুরূপভাবে যে সকল ইসলামী ভাই মুস্তাহাব কাজের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে কুরবানী দিয়ে থাকে কিন্তু ফরয ও ওয়াজিব সমূহ আদায়ে অলসতা করে যেমন; পিতামাতার আনুগত্য, সন্তানের শরীয়ত অনুযায়ী প্রশিক্ষণ এবং নিজের জন্য ফরয জ্ঞান অর্জনে উদাসিনতায় পর্যবসিত হয়ে থাকে, তাদের জন্যও এই ঘটনায় শিক্ষা রয়েছে।

বাস্তবতা তো এটাই, যে সকল নেক কাজে “প্রসিদ্ধি পাওয়া যায় এবং বাহবা! হয়ে থাকে” তা কঠিন হওয়ার পরও সহজেই করে নেয়, কেননা যশখ্যাতির প্রত্যাশা (অর্থাৎ প্রসিদ্ধি ও সম্মানের চাহিদা) কারণে অর্জিত স্বাদ বড় বড় কষ্টও সহজ করে দেয়। মনে রাখবেন! “যশখ্যাতির বাসনা” য় ধ্বংসই ধ্বংস।

যশখ্যাতির বাসনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! "যশখ্যাতির বাসনা" সম্পর্কে ইহইয়াউল উলুমের ৩য় খন্ডের ৬১৬-৬১৭ পৃষ্ঠা সামনে রেখে কিছু মাদানী ফুল উপস্তাপন করছি:

(যশখ্যাতির প্রত্যাশা ও রিয়া) নফসকে ধ্বংসকারী কাজ এবং বাতেনী প্রতারণার অংশ, এতে ওলামা, ইবাদতগুজার এবং আখিরাতের সফরকারী লোকেরা লিপ্ত হয়ে যায়, এভাবে এই ব্যক্তিরা অনেক সময় অনেক চেষ্টা করে ইবাদত করে থাকে, মানসিক চাহিদাকে আয়ত্বে আনা বরং কামভাব থেকেও নিজেকে বাঁচাতে সফল হয়ে যায়, নিজের অঙ্গসমূহকে প্রকাশ্য গুনাহ থেকেও বাঁচিয়ে নেয়, কিন্তু জনসাধারণের সামনে নিজের নেক কাজ, দ্বীনি কার্যক্রম এবং নেকীর দাওয়াত প্রসার করার জন্য করা প্রচেষ্টা, যেমন; আমি এটা করেছি, ওটা করেছি, ওখানে বয়ান করেছি, এখানে বয়ান করেছি, বয়ান (করা বা নাত পড়ার) এর জন্য এই এই তারিখ "বুকিং" রয়েছে, মাদানী মাশওয়ারায় রাত একটায় পৌঁছেছি আর আরাম করা হয়নি, অনেক ক্লান্ত তাই আওয়াজ বসে গেছে।

মাদানী কাফেলায় সফর করি, এতগুলো মাদানী কাফেলায় বা দ্বীনি কাজের জন্য অমুক অমুক শহরে, দেশে সফর করেছি ইত্যাদি প্রকাশ করার মাধ্যমে নিজের নফসের প্রশান্তির আকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকে, নিজের জ্ঞান ও আমল প্রকাশ করে সৃষ্টির এখানে গ্রহণযোগ্যতা এবং তাদের পক্ষ থেকে হওয়া নিজের সম্মান, বাহবা এবং আদবের স্বাদ অর্জন করে থাকে, যখন গ্রহণযোগ্যতা ও প্রসিদ্ধি পেতে থাকে তখন তার নফস চায় যে, জ্ঞান ও আমল মানুষের নিকট অধিকহারে প্রকাশিত হয়া উচিৎ যাতে আরো

সম্মান বৃদ্ধি পায় অতএব সে নিজের নেকী, জ্ঞানের দক্ষতা সম্পর্কে সৃষ্টিকে অবহিত করার আরো পথ অন্বেষণ করতে থাকে এবং সৃষ্টিকর্তার জানার উপর যে, আমার প্রতিপালক আমার আমল সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং আমাকে প্রতিদান প্রদান করবেন, এতে সন্তুষ্ট হয়না বরং এই ব্যাপারে খুশি হয় যে, মানুষ তাকে বাহবা এবং প্রশংসা করবে আর সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে অর্জিত প্রশংসার উপর তুষ্ট হয়না।

নফস এই বিষয়টি ভালভাবে জানে যে, মানুষ যখন এই বিষয়ে জানবে যে, অমুক বান্দা নফসের চাহিদাকে ত্যাগ করেছে, কামভাব থেকে বেঁচে থাকে, আল্লাহর পথে টাকা খরচ করে, ইবাদতে প্রচন্ড কষ্ট সহ্য করে, খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফায় কান্নাকাটি করে, দ্বীনি কাজের সাড়া জাগায়, মানুষের সংশোধনের জন্য অনেক কষ্ট করে, অনেক মাদানী কাফেলায় সফর করে ও করায়, মুখ, চোখ ও পেটের কুফলে মদীনা লাগায়, প্রতিদিন ফয়যানে সুন্নাতের এতগুলো দরস দেয়, প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাতুল মদীনা, সাদায়ে মদীনা, এলাকায়ী দাওরা নিয়মিত দিয়ে থাকে, তখন ঐসকল লোকের মুখে তার প্রচুর প্রশংসা হতে থাকবে, তারা তাকে সম্মানের চোখে দেখবে, তার সাথে সাক্ষাত করাকে নিজের জন্য সৌভাগ্য এবং আখিরাতের পাথেয় মনে করবে, বরকতের জন্য দোকান বা বাড়িতে ‘দুই কদম’ রাখার, এসে দোয়া করার, চা পান করার, খাবারের দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য খুবই অনুনয় সহকারে আবেদন করবে, তার কথায় চলাকে উভয় জগতের কল্যাণ মনে করবে। তাকে যেখানেই দেখবে খেদমত করবে এবং সালাম দিবে, তার উচ্ছিষ্ট খাওয়ার লোভ করবে, তার উপহার বা তার হাতের সাথে লেগে আসা জিনিসের জন্য পরস্পর অগ্রগামী হবে, তার প্রদত্ত জিনিস চুম্বন করবে, তার হাত পায়ে চুম্বন করবে, সম্মানের

সহিত ‘হযরত! হুযুর! জনাব!’ ইত্যাদি বলে নম্রভাবে এবং নিম্ন আওয়াজে কথা বলবে, করজোড়ে অবনত মস্তকে দোয়ার আবেদন করবে, মজলিসে আগমনে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাবে, তাকে আদবের স্থানে বসাবে, তার সামনে হাত বেধে দাঁড়াবে, তার পূর্বে খাওয়া শুরু করবে না, বিনম্রভাবে উপহার প্রদান করবে। বিনয় করে তার সামনে নিজেকে ছোট (যেমন; খাদেম ও গোলাম) হিসেবে প্রকাশ করবে, ক্রয় বিক্রয়ে এবং অন্যান্য ব্যাপারে তাকে সুবিধা দিবে, তার জিনিস উন্নতমানের এবং তাও সস্তায় বা ফ্রীতে দিয়ে দিবে। তার কাজে তার সম্মানে ঝুঁকে যাবে।

মানুষের এরূপ ভক্তিপূর্ণ ব্যবহারে নফস অনেক বেশি স্বাদ অনুভব করে থাকে এবং এটা ঐ স্বাদ যা সকল চাহিদার উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী, এরূপ ভক্তির স্বাদের কারণে গুনাহ ছেড়ে দেয়া তার নগণ্য মনে হয়, কেননা “যশখ্যাতির প্রত্যাশাকারী” রোগীকে নফস গুনাহ করানোর পরিবর্তে উল্টো বুঝায় যে, দেখো! গুনাহ করলে তবে ভক্তরা চোখ ফিরিয়ে নিবে! অতএব নফসের সহায়তায় ভক্তদের মাঝে নিজের প্রভাব বজায় রাখার প্রেরণায় ইবাদতে অটলতার তীব্রতা তার নিকট নম্র ও সহজ মনে হয়ে থাকে, কেননা সে বাতেনিভাবে স্বাদেরও স্বাদ এবং সকল চাহিদারও বড় চাহিদা (অর্থাৎ জনসাধারণের মাঝে ভক্তি অর্জন করার স্বাদ) এর পরিচয় লাভ করে নেয়। সে এই বিভ্রমে পড়ে যায় যে, আমার জীবন আল্লাহর জন্য এবং তাঁর মর্জি অনুযায়ী অতিবাহিত হচ্ছে, অথচ তার জীবন ঐ গোপন (লুকোনো) চাহিদার (অর্থাৎ নিজের বাহবার আকাঙ্ক্ষীর) অধীনে অতিবাহিত হচ্ছে, যা বুঝার জন্য খুবই শক্তিশালী জ্ঞানও অপারগ ও অসহায়, সে আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে একনিষ্ঠ এবং নিজের হারাম বিষয় থেকে বিরত বলে মনে করে থাকে! অথচ এমনটি নয় বরং সে তো বান্দার

সামনে সাজসজ্জার মাধ্যমে খুবই মজা পাচ্ছে, সে যেই সম্মান ও প্রসিদ্ধি পাচ্ছে তাতে সে অনেক খুশি। এভাবে ইবাদত ও নেক কাজের সাওয়াব নষ্ট হয়ে যায় এবং তার নাম মুনাফিকদের তালিকায় লিখা হয়ে যায় আর সেই মূর্খ মনে করে যে, সে আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জন করেছে।

(বাতেনী বিমারিউ কি মা'লুমাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্মান ও প্রসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষাকে অন্তর থেকে দূর করা, গর্ব ও অহঙ্কারের মন্দ আপদ থেকে মুক্তি লাভ, রিয়া তথা লোক দেখানোর কারণে নেক আমল নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن মুবারক চরিত্র ও বাণীসমূহ শুনি এবং আমল করার নিয়তও করুন।

বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুহায়রিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সফরে ছিলেন, যখন তাঁর থেকে পৃথক হতে লাগলেন তখন আরয করলেন: হুযুর, কোন উপদেশ প্রদান করুন! হযরত ইবনে মুহাইরিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে এই তিনটি কাজ করো: (১) তুমি অপরকে চিনে নাও কিন্তু তোমাকে যেন কেউ না চিনে। (২) তুমি চলো কিন্তু তোমার পেছনে যেন কেউ না চলে (৩) তুমি প্রশ্ন করো কিন্তু তোমাকে যেন কেউ প্রশ্ন না করে। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড)**

বিনয়ের অনন্য ঘটনা

হযরত দাউদ তাঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতময় খেদমতে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন

তখন সে আরয করলো: যিয়ারতের জন্য উপস্থিত হয়েছি। বললেন: সুধারণার ভিত্তিতে (আমাকে নেক লোক মনে করে আমার) যিয়ারতের জন্য এসে তো তুমি নিজের জন্য ভাল কাজ করেছো, কিন্তু আমার কী হবে! যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তুমি কে হও, যার যিয়ারতে যাবে! তখন কী উত্তর দিবো! যদি প্রশ্ন করা হয়: তুমি কি আবীদদের (অর্থাৎ ইবাদতগুজার) অন্তর্ভুক্ত? তখন আমার উত্তর এটাই হবে: আল্লাহর শপথ! আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। যদি বলা হয়: তুমি কি যাহিদদের (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি উদাসীন) অন্তর্ভুক্ত? তখন এটাই উত্তর দিবো: আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরও অন্তর্ভুক্ত নই। এটা বলার পর নিজেকে ধমক দিয়ে বলতে লাগলেন: "হে দাউদ! তুমি যৌবনে অবাধ্য ছিলে, অর্ধ বয়সে ধোকাবাজ হয়েছো আর এখন বার্ধক্য এসেছে তুমি রিয়াকার হয়ে গেছো!" একথা বলার পর দোয়া করলেন: হে আসমান ও জমিনের মাবুদ! আমাকে তোমার রহমত দ্বারা এমনভাবে সমৃদ্ধ করো যে, আমার যৌবনকাল সংশোধন করে দাও, আমাকে সকল খারাপ কাজ থেকে নিরাপদ করো এবং নেককার বান্দাদের উচ্চ মর্যাদায় আমার মর্যাদা সমুন্নত করো। **(বাহরুদ দুমু লিইবনে জাওযী, ৫৮ পৃষ্ঠা)**

সায়্যিদুনা দাউদ তাঈ এর মহত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা হযরত দাউদ তাঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিনয় দেখলেন! তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় আল্লাহর ওলী বরং তাঁকে কুতুবুল আকতাব হিসেবে গণ্য করা হতো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উচ্চ মর্যাদার শাগরেদদের মধ্যে একজন। মুহাররীরে মাযহাব হযরত ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কঠিন ইজতিহাদী

মাসয়ালা সমাধানের জন্য তাঁর নিকট আসতেন। অধিকহারে ইবাদত ও তিলাওয়াত করতেন। **(কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব)** এতকিছুর পরও তাঁর বিনয় ও নম্রতার অবস্থা দেখুন যে, তিনি নিজেকে এর উপযুক্ত মনে করতেন না যে, কেউ তাঁর যিয়ারতের জন্য আসুক। কিন্তু আহ! আমাদের খারাপ অন্তরের অবস্থা এমন যে, দুনিয়ায় মর্যাদা পাওয়ার লোভ ও চাহিদা, নিজের সম্মান বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা এবং মানুষের পক্ষ থেকে পাওয়া বাহবাই আমাদের পছন্দ, বরং আমাদের অবস্থা তো এমন যে, যদি আমাদের কোন যিম্মাদারী কোন বড় পদ দেয়া না হয় তবে আমরা অসন্তুষ্ট হয়ে যাই আর আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের জীবনোপায় এবং তাঁদের চিন্তাভাবনা অন্য রকমই হতো, তাঁরা তো যদি কোন পদ পেয়ে যেতেন তবে তাঁরা চিন্তিত হয়ে পড়তেন ।

পদ পাওয়াতে বিস্ময়

খলিফা সুলাইমান ইন্তিকালের পূর্বে এক অসীয়তনামা লিখলেন এবং এতে নিজের উত্তরাধিকারীর নাম লিখে তা মোহর লাগিয়ে বন্ধ করে দিলেন। তার ইন্তিকালের পর যখন মোহর লাগানো অসীয়তনামা খোলা হলো তখন এতে (অনাকাঙ্খিত ভাবে) হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাম বের হয়ে আসলো। তা দেখে তিনি আশ্চর্য ও হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং বললেন: আমি আল্লাহ পাকের নিকট কখনো এই পদের জন্য দোয়া করিনি। **(তারিখুল খোলাফা, ১৮৫ পৃষ্ঠা)**

হযরত হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খলিফা নিযুক্ত হলেন তখন কাঁদতে লাগলেন। যখন আমি কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম তখন বললেন: হে হাম্মাদ!

আমি এই দায়িত্বকে খুবই ভয় করছি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার অন্তরে ধন সম্পদের কতটুকু ভালবাসা রয়েছে? বললেন: একেবারেই নেই। তখন আমি আরয করলাম: আপনি ভীত হবেন না, আল্লাহ পাক আপনাকে সাহায্য করবেন। **(তারিখুল খোলাফা, ১৮৫ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কর্মপদ্ধতি দেখলেন যে, খেলাফতের উচ্চতম পদ পাওয়াতে খুশি হওয়ার পরিবর্তে দায়িত্ববোধের কারণে কিরূপ চিন্তিত হয়ে গেলেন এবং অপরদিকে আমরা 'যদি আমাদের নাম নিগরানি বা কোন যিম্মাদারি বা বয়ান করা বা দোয়া করানোর জন্য না আসে তবে আমাদের মুড অফ হয়ে যায়'। শুধু এতেই নয় বরং (مَعَاذَ اللّٰہ) হিংসা ও বিদ্বেষ, চুগলি ও গীবত এবং ছিদ্রান্বেষণের এক করুন পরিস্থিতি শুরু হয়ে যায়। আহ! আমাদেরও যদি ঐ বুযুর্গদের সদকায় এরূপ খোদাভীতি নসীব হয়ে যেতো যে, না তো কোন নিগরানির আকাঙ্ক্ষা হতো আর না যশখ্যাতির বাসনার রোগী হতাম।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الۡمُبِیۡن বিনয় ও নম্রতা সম্বলিত মুবারক মানসিকতার মতো মানসিকতা বানানো উচিৎ যে, এতেই আমাদের জন্য উভয় জগতের কল্যাণ রয়েছে। যশখ্যাতির নিন্দা সম্পর্কে আরো জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব 'ইহইয়াউল উলুম' ৩য় খন্ড থেকে "যশখ্যাতি ও প্রসিদ্ধির বর্ণনা" পাঠ করে নিন এবং দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থেকে মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন।

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: সাপ্তাহিক ইজতিমা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেককার নামাযী হতে, গুনাহ থেকে বাঁচতে এবং নেকীর প্রেরণা পেতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান! ১২টি দ্বীনি কাজেও বেশি বেশি অংশ নেওয়ার অভ্যাস গড়ে নিন! اِنْ شَآءَ الله দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য বরকত নসীব হবে। ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: সাপ্তাহিক ইজতিমা। ✯ প্রতি বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিলাওয়াত, নাত, সুন্নাতে ভরা বয়ান, যিকির এবং ভাব-গাম্ভির্যময় দোয়া করানো হয়। ✯ আপনার কাছে অনুরোধ যে, আপনিও সাপ্তাহিক ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করুন! ✯ দ্বীনি ইজতিমায় বসা এবং যিকিরকারীদের নিজস্ব কীরূপ শান হবে! হাদিসে পাক অনুযায়ী; যে তাদের পাশে বসে, সেও দূর্ভাগা থাকে না। **(মুসলিম, কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দোয়া, পৃষ্ঠা ১০৩৭, হাদিস-২৬৮৯)** ✯ اَلْحَمْدُ لِلّٰه সাপ্তাহিক ইজতিমায় যিকির হয় ✯ দ্বীনি জ্ঞান শেখা যায় ✯ নেককারদের সাহচর্যে বসা এবং ✯ মসজিদে সময় কাটানোর নসীব হয়। ✯ একটি গুরুত্বপূর্ণ বরকত হলো যে, দ্বীনি ইজতিমার জন্য যাওয়াও আল্লাহর পথে বের হওয়া। সাপ্তাহিক ইজতিমায় আসলে তবে اِنْ شَآءَ الله বাড়ি থেকে বের হওয়া থেকে শুরু করে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত পুরো সময় আল্লাহর পথে বলে গণ্য হবে। ✯ প্রতি বৃহস্পতিবার নিয়মিত সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণের নিয়ত করে নিন!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কবর ও দাফনের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! কবর ও দাফন সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। ✯ একটি কবরে একাধিক বিনা প্রয়োজনে দাফন করা জায়িয নয় এবং প্রয়োজন হলে করতে পারবে। **(বাহারে শরীযয়ত,১/৮৪৬। আলমগিরী, ১/১৬৬)** ✯ জানাযা কবরের কিবলার দিকে রাখা মুস্তাহাব, যাতে মৃত ব্যক্তিকে কিবলার দিক থেকে কবরে নামানো যায়। কবরের পায়ের দিকে রেখে মাথার দিকে আনবেন না। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৮৪৪)** ✯ প্রয়োজন অনুযায়ী দুই বা তিনজন এবং উত্তম হলো শক্তিশালী ও নেককার ব্যক্তি কবরে নামবেন। মহিলার লাশ তার মুহরিমরা নামাবেন, তারা না থাকলে অন্যান্য আত্মীয়স্বজন এবং তারাও না থাকলে পরহেযগারদের দ্বারা নামাবেন। **(আলমগিরী, ১/১৬৬)** ✯ মহিলার লাশ নামানো থেকে শুরু করে তক্তা লাগানো পর্যন্ত কোনো কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখবেন। ✯ কবরে নামানোর সময় এই দোয়াটি পড়ুন: بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰه। **(তানভিরুল আবসার, ১/১৬৬)** ✯ লাশকে ডান কাতে শোয়াবেন এবং তার মুখ কিবলার দিকে করে দিবেন। কাফনের বাঁধন খুলে দিবেন, কারণ এখন আর প্রয়োজন নেই, না খুললেও কোনো সমস্যা নেই। **(আলমগিরী, ১/১৬৬। জাওহারা, পৃষ্ঠা ১৪০)** ✯ কাফনের গিঁট খোলার সময় এই দোয়াটি পড়ুন: اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদেরকে এর সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করো না এবং এরপর আমাদেরকে ফেতনায় ফেলো না। **(হাশিয়াতুত তাহতাভি আলা মারাকিল ফালাহ, পৃষ্ঠা ৬০৯)** ✯ কবর কাঁচা ইট দিয়ে বন্ধ করে দিন, যদি মাটি নরম হয়, তবে কাঠের তক্তা লাগানোও জায়িয। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৮৪৪)** ✯ এখন মাটি দিন। মুস্তাহাব হলো যে, মাথার দিক থেকে দুই হাত দিয়ে

তিনবার মাটি দেওয়া। প্রথমবার বলুন: مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ, দ্বিতীয়বার বলুন: وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ। তৃতীয়বার বলুন: وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى। এখন অবশিষ্ট মাটি কোদাল ইত্যাদি দ্বারা দিয়ে দিন। **(জাওহারা, পৃষ্ঠা ১৪১)**

ঘোষণা

কবর ও দাফনের অবশিষ্ট মাদানী ফুলগুলো হালকায় বর্ণনা করা হবে। সুতরাং সেগুলো জানতে তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২০ নভেম্বর ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

কবর ও দাফনের অবশিষ্ট মাদানী ফুল

কবর থেকে যে পরিমাণ মাটি বের হয়েছে, তার চেয়ে বেশি মাটি দেওয়া মাকরুহ। **(ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৬৬)** ✯ কবর চৌকোনা (অর্থাৎ চার কোণবিশিষ্ট) না বানিয়ে তাতে ঢাল রাখবেন, যেমন উটের কুঁজ। (দাফনের পর) তাতে পানি ছিটানো উত্তম। কবর এক বিঘত উঁচু হবে অথবা সামান্য বেশি। **(বাহারে শরীয়াত, ১/৮৪৬)** ✯ দাফনের পর কবরে আযান দেওয়া সাওয়াবের কাজ এবং মৃতের জন্য অত্যন্ত উপকারী। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৭০)** ✯ মুস্তাহাব হলো যে, দাফনের পর কবরে সূরা বাকারার প্রথম ও শেষ অংশ পড়া। মাথার দিকে الٓمّٓ থেকে مُفْلِحُوْن পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পড়া। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৮৪৬)** ✯ শাজারা বা আহদনামা কবরে রাখা জায়িয এবং উত্তম হলো মৃতের মুখের সামনে কিবলার দিকে একটি তাক বানিয়ে তাতে রাখা। বরং "দুররে মুখতার"-এ কাফনের উপর আহদনামা লেখাকে জায়িয বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এতে মাগফিরাতের আশা করা যায়। ✯ মৃতের বুক ও কপালে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লেখা জায়িয। এভাবেও হতে পারে যে, কপালে بِسْمِ اللّٰهِ শরীফ এবং বুকে কলেমা তৈয়্যিবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লিখলেন। তবে গোসল করানোর পর কাফন পরানোর আগে শাহাদাত আঙুল দিয়ে লিখবেন, কালি (INK) দিয়ে লিখবেন না। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৮৪৮)** ✯ কবর

থেকে মৃতের হাড়গোড় বাইরে বের হয়ে গেলে, সেই হাড়গোড় দাফন করা ওয়াজিব। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৪০৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইবাদতের সৌন্দর্যের দোয়া!

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী "ইবাদতের সৌন্দর্যের দোয়া" মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی ذِکْرِکَ وَشُکْرِکَ وَحُسْنِ عِبَادَتِکَ۔

অনুবাদ: হে আল্লাহ! তোমার যিকির ও কৃতজ্ঞতা এবং উত্তম ইবাদতের জন্য আমাকে সাহায্য করো। **(ফয়যানে দোয়া, ২৯১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করিনি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ

ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰه পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد